দৈনিক
ইনকিলাব

তারিখ 09 SEP 2007
পৃষ্ঠা ২ কলাম ৩

২২ রিপোর্ট

### ছাত্র-শিক্ষকরা হয়রানির শিকার হবে না

# ঢাবির ঘটনায় জড়িতদের বিরুদ্ধেই চার্জশীট হচ্ছে

### *৫৩টির মধ্যে ৩৮ মামলার চূড়ান্ত রিপোর্ট ১৩টির চার্জশীট ও ২টি তদন্তাধীন থাকবে : মোট আসামী হবে ১শ' জন*

সাখাওয়াত হোসেন : সম্প্রতি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়সহ বিভিন্ন এলাকায় সংঘটিত নাশকতার ঘটনায় রাজধানীর বিভিন্ন থানায় দায়েরকৃত মামলা দ্রুত নিষ্পত্তির পদক্ষেপ নিয়েছে ঢাকা মহানগর পুলিশ। বিভিন্ন থানায় নাশকতার ঘটনায় ৫৩টি মামলা দায়ের করা হয়েছে। অল্প সময়ের মধ্যেই ৩৮টি মামলার চূড়ান্ত রিপোর্ট, ১৩টির পৃঃ ১১ঃ কঃ ৪

## ঢাবির ঘটনায় জড়িতদের

*প্রথম পৃষ্ঠার পর*

চার্জশীট দাখিল করা হচ্ছে। অপর ২টি মামলা তদন্তাধীন থাকবে। ঢাকা মহানগর পুলিশের একটি দায়িত্বশীল সূত্রে এসব তথ্য জানা গেছে। নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক ঢাকা মহানগর পুলিশের একজন দায়িত্বশীল কর্মকর্তা জানান, নাশকতার ঘটনায় কোন নিরীহ শিক্ষক বা ছাত্রকে হয়রানি করা হবে না। যেসব মামলার চার্জশীট দাখিল করা হচ্ছে তার আসামীর সংখ্যাও বেশী নয়। তাছাড়া যে ২টি মামলা তদন্ত করা হবে ওই মামলায় আসামী হবে ১৪ থেকে ১৬ জন। এক প্রশ্নের জবাবে ওই কর্মকর্তা জানান, মাঠ পর্যায়ে তদন্ত এবং অন্যান্য প্রমাণ সংগ্রহ করেই কেবল আসামীদের বিরুদ্ধে চার্জশীট দেয়া হচ্ছে। চার্জশীটভুক্ত আসামী শতাধিক হবে বলে তিনি জানান।

সূত্র জানায়, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ও সন্নিহিত এলাকা, ধানমন্ডি, মালিবাগ, পুরান ঢাকা ও মিরপুরসহ রাজধানীর বিভিন্ন এলাকায় সংঘটিত নাশকতার ঘটনায় দায়েরকৃত মামলাগুলো জরুরি বিধিমালায় অন্তর্ভুক্ত হওয়ার কারণে দ্রুত তদন্ত এবং আসামী চিহ্নিত করা হচ্ছে। বিভিন্ন টেলিভিশন চ্যানেলের ভিডিও ফুটেজ, পত্রিকায় প্রকাশিত ছবি, নিজেদের সংগ্রহে উচ্ছৃঙ্খলকারীদের ছবি দেখে অপরাধীদের শনাক্ত করা হচ্ছে। এছাড়া যারা ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছেন এবং ঘটনা প্রত্যক্ষ করেছেন তাদের কাছ থেকেও তথ্য সংগ্রহ করছে গোয়েন্দারা। মামলা দায়েরের পর সরকারের উচ্চপর্যায় থেকে ২০ আগস্ট থেকে শুরু হওয়া সংঘর্ষে কারা জড়িত ছিল তা খুঁজে বের করতে একটি গোয়েন্দা সংস্থাকে নির্দেশ দেয়া হয়। সহিংস ঘটনায় রাজধানীর ১১টি থানায় ৮২ হাজার ছাত্র ও সাধারণ মানুষকে আসামী করে ৫৩টি মামলা দায়ের করা হয়। পুলিশ ঢাবির দুই শিক্ষক, ছাত্রদল নেতাসহ ৭৯ জনকে গ্রেফতার করে। মামলার তদন্তকারী সূত্র জানিয়েছে, মামলার তদন্ত ২/৩ দিনের মধ্যে শেষ হবে। যেসব মামলায় সুনির্দিষ্ট অভিযোগ রয়েছে সে মামলাগুলোর চার্জশীট দেয়া হবে। এসব মামলায় যাদের আসামী করা হবে তাদের সংখ্যা একশ'র বেশী নয়। তাদের ইতিমধ্যেই শনাক্ত করা হয়েছে। সুনির্দিষ্ট তথ্য-প্রমাণও মিলেছে। দু-চারটি মামলা বাদ দিয়ে বাকি মামলাগুলোর ফাইনাল রিপোর্ট দেয়া হবে।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ছাত্র আন্দোলনের সময় ভাংচুর, অগ্নিসংযোগ ও সহিংস ঘটনায় রাজধানীর ১১টি থানায় জরুরি বিধিমালা ও ফৌজদারি আইনে ৫৩টি মামলা দায়ের করা হয়। এসব মামলায় ৮২ হাজার ছাত্র ও সাধারণ মানুষকে আসামী করা হয়। মামলায় ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক সমিতির সাধারণ সম্পাদক ড. আনোয়ার হোসেন ও কার্যকরী পরিষদের সদস্য ড. অধ্যাপক হারুন-অর-রশিদ এবং ছাত্রদলের কেন্দ্রীয় সভাপতি আজিজুল বারী হেলালকে পুলিশ গ্রেফতার করে। তাদের দু'দফায় রিমান্ড শেষে কারাগারে পাঠানো হয়েছে। এছাড়া পুলিশ জড়িত থাকার সন্দেহে ৭৬ জনকে গ্রেফতার করে জেলে পাঠায়। মামলাগুলো দায়ের করা হয় ধানমন্ডি, গুলশান, রমনা, মোহাম্মদপুর, শাহবাগ, নিউমার্কেট, পল্টন, কোতোয়ালি, সূত্রাপুর, মতিঝিল ও মিরপুর থানায়। এর মধ্যে ধানমন্ডি থানায় দায়ের করা ১২টি মামলায় আসামীর সংখ্যা ২০ হাজার, গুলশানে ২টি মামলায় ২ হাজার ৪শ', রমনা থানায় ২টি মামলায় ৬শ', শাহবাগ থানায় ৬টি মামলায় ১৮ হাজার, নিউমার্কেট থানায় ৪টি মামলায় ১২ হাজার, পল্টন থানায় ১টি মামলায় ১৫ জন, কোতোয়ালি থানায় ৪টি মামলায় ১৬ হাজার, সূত্রাপুর থানায় ২টি মামলায় ৮ হাজার, মতিঝিল থানায় ১টি মামলায় ৪ জন ও মিরপুর থানায় ১টি মামলায় ৫শ' জন, [illegible] থানায় দায়ের করা ১টি মামলায় আসামী করা হয়েছে ৩৫০ জনকে, খুলনায় ৫শ', রাজশাহীতে ১টি মামলায় অজ্ঞাত [illegible] ও সাভার থানায় ২টি মামলায় আসামীর সংখ্যা দেখানো হয়েছে দেড় হাজার।

সূত্র আরো জানায়, সরকার ইতিমধ্যে নিশ্চিত হয়েছে, ২০-২৩ আগস্টের সহিংসতায় ছাত্রদের অংশগ্রহণ ব্যাপক ছিল না। পরিস্থিতি স্বাভাবিক হয়ে এসেছে। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ২৮ অক্টোবর খুলে দেয়া হবে। তাই সাধারণ ছাত্রদের মধ্য থেকে ভীতি দূর করতে ৩৮ মামলায় ফাইনাল রিপোর্ট দিচ্ছে পুলিশ। সহিংসতার ঘটনায় সরাসরি শ'খানেক লোকের বিরুদ্ধে চার্জশীট দেয়া হবে। এদের মধ্যে ছাত্রের সংখ্যা বেশী না।